প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া শিবানন্দপুত্র চৈতন্যদাসের অগ্নি-মান্দনাশক দ্রব্যদ্বারা 'স্বারসিকী' সেবা ঃ—

আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি' আনিলা ব্যঞ্জন ॥ ১৪৮ ॥

দধি,লেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া-লবণ ।
সামগ্রী দেখি' প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৯ ॥

অন্তর্যামি-প্রভুর চৈতন্যদাসের যথার্থ শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তিতে আনন্দ ঃ—

প্রভু কহে,—"এ বালক আমার মত জানে ।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥" ১৫০ ॥

স্বীয় দাসকে প্রভুর স্বোচ্ছিষ্ট-প্রদান ঃ—

এত বলি' দধি-ভাত করিলা ভোজন ।
চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট-ভোজন ॥ ১৫১ ॥

চারিমাস ধরিয়া ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায় ।
কোন কোন বৈষ্ণব 'দিবস' নাহি পায় ॥ ১৫২ ॥

গদাধর ও সার্ব্বভৌমের প্রভুনিমন্ত্রণে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত, আচার্য্য-সার্ব্বভৌম ।
ইঁহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥ ১৫৩ ॥

মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণকারী ভক্তগণ ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪ ॥

মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুইপণ ॥ ১৫৫ ॥

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে অর্দ্ধভোজন ঃ—

প্রথমে আছিল 'নির্ব্বন্ধ' কৌড়ি চারিপণ ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৬ ॥

গৌড়ীয়ভক্তগণের গৌড়ে গমন, পুরীবাসিগণের পুরীতে অবস্থান ঃ—

চারিমাস রহি' গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা ।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৭ ॥

প্রভুর ভিক্ষারীতি, ভক্তদ্রব্য ও পরিমুণ্ডা-নৃত্যাদি বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ।
ভক্ত-দত্ত বস্তু যৈছে কৈলা আস্বাদন ॥ ১৫৮ ॥

তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥ ১৫৯ ॥

কৃষ্ণচৈতন্য-কথা-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণচরণে প্রেমোদয় ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুনে যেই চৈতন্যের কথা ।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৬০ ॥

গৌরকথা—জীবের হৃৎকর্ণরসায়ন ঃ—

শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ-মন ।
সেই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৬১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৫১। ভাজন—ভাক, পাত্র।

১৫৬। ঘাটাইলা—কমাইল।

১৫৮। শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের গৃহে পক্ব অন্ন এবং অভোজ্যান্ন শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণে দুইপণ বা চারিপণ-কৌড়ির মূল্যের মহাপ্রসাদ স্বীকার করিতেন।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম-হরিদাসঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া দেহত্যাগ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিলেন। স্বহস্তে বালি দিয়া চৌতারা বাঁধিয়া দিলেন, পরে সমুদ্রস্নান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করত হরিদাসের বিজয়মহোৎসব করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অঙ্কে হরিদাস-দেহগ্রহণপূর্ব্বক নৃত্যকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্ ।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই

অনুভাষ্য

১। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) যন্মূর্ত্তিং (যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিং)

জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥
কাশীশ্বর-প্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর ।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥ ৪ ॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃপা করি' দেহ' প্রভু, নিজ-পদ-দান ॥ ৫ ॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ' দান ॥ ৬ ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য ।
স্বচরণে ভক্তি দেহ' জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥ ৭ ॥
জয় গৌরভক্তগণ—গৌর যাঁর প্রাণ ।
সব ভক্ত মিলি' মোরে ভক্তি দেহ' দান ॥ ৮ ॥
জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ।
রঘুনাথ, গোপাল,—ছয় মোর প্রাণনাথ ॥ ৯ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি, আত্মশোধনার্থ চৈতন্যগুণলীলা-বর্ণন ঃ—

এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ ।
যৈছে তৈছে লিখি, করি আপন পাবন ॥ ১০ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর নীলাচলে কীর্ত্তনবিলাস ঃ—

এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস ।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১১ ॥

দিবসে নামসঙ্কীর্ত্তন ও জগন্নাথদর্শন, রাত্রিতে স্বরূপ-রামানন্দসহ শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন ঃ—

দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন ।
রাত্র্যে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুদেহে সাত্ত্বিকভাবোদয় ঃ—

এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায় ।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥ ১৩ ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্র্যে অতিশয় ।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥ ১৪ ॥

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-লীলায় নিত্যসঙ্গিদ্বয় ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি, আর রামানন্দ রায় ।
রাত্রি-দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥ ১৫ ॥

হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ; হরিদাসকে গোবিন্দের প্রসাদ দিতে গমন ঃ—

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লঞা ।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥ ১৬ ॥

হরিদাসঠাকুরের অপ্রকট-কালের অবস্থা ঃ—

দেখে,—হরিদাস-ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন ।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দকর্ত্তৃক প্রসাদ-গ্রহণে অনুরোধ, হরিদাসের লঙ্ঘনেচ্ছা ঃ—

গোবিন্দ কহে,—"উঠ আসি' করহ ভোজন ।"
হরিদাস কহে,—"আজি করিমু লঙ্ঘন ॥ ১৮ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক নামাশ্রিত সাধকের প্রসাদসম্মান-বিষয়ে আদর্শ ব্যবহার-প্রদর্শন ঃ—

সংখ্যা-কীর্ত্তন পূরে নাহি, কেমতে খাইমু ?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিমু ??" ১৯ ॥
এত বলি' মহাপ্রসাদ করিলা বন্দন ।
এক রঞ্চ লঞা তার করিলা ভক্ষণ ॥ ২০ ॥

একদিন প্রভুর হরিদাস-সমীপে আগমন ও কুশল জিজ্ঞাসা —

আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা ।
"সুস্থ হও, হরিদাস"—বলি' তাঁরে পুছিলা ॥ ২১ ॥

হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

নমস্কার করি' তেঁহো কৈলা নিবেদন ।
"শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি-মন ॥" ২২ ॥

প্রভুপ্রশ্নোত্তরে সংখ্যানাম-কীর্ত্তনাভাবজনিত স্বীয় দুঃখজ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ ব্যাধি, কহ ত' নির্ণয় ?"
তেঁহো কহে,—"সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয় ॥" ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি,—যিনি হরিদাসের পরিত্যক্তদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

২০। রঞ্চ—কণা।

অনুভাষ্য

সংস্থিতাং (সমাধিপ্রাপ্তাম্) অপি স্বাঙ্কে (স্বস্য ক্রোড়ে) কৃত্বা ননর্ত্ত, তং হরিদাসং তৎপ্রভুং তং চৈতন্যং চ নমামি।

৫। গৌরদেহ—গৌরবর্ণকান্তি-দেহধারী।

৭। চৈতন্যের আর্য্য—মহাপ্রভুর মান্য।

২৩। এস্থলেও সংখ্যা-গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধের সহিত ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে (ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর) "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্রের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-বিধিই প্রত্যেক নামাশ্রিত সাধকের একমাত্র পালনীয়, জানা যাইতেছে ; অন্ত্য, ৩য় পঃ ৯৯, ১১৩-১১৫, ১২০, ১২৩-১২৪, ১২৯, ১৭৫, ২২৩, ২২৭, ২৩৮-২৪২ প্রভৃতি সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ হরিদাসকে সাধনাভিনয় হ্রাস করিতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"বৃদ্ধ হইলা 'সংখ্যা' অল্প কর ।
সিদ্ধ-দেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর ?? ২৪ ॥

স্বয়ং প্রভুর বাক্য—"নামের আচার্য্য ও প্রচারকরূপে হরিদাস অবতীর্ণ" ঃ—

লোক নিস্তারিতে এই তোমার 'অবতার' ।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ ২৫ ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি' কর সঙ্কীর্ত্তন ।"
হরিদাস কহে,—"শুন মোর নিবেদন ॥ ২৬ ॥

হরিদাসের পাষাণদ্রাবক দৈন্যবাক্য ও প্রভুমহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

হীন-জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য-কলেবর ।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥ ২৭ ॥
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা ।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ॥ ২৮ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ।
জগৎ নাচাও, যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥ ২৯ ॥
অনেক নাচাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া ।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু 'ম্লেচ্ছ' হঞা ॥ ৩০ ॥

প্রভুসমীপে নিজাভিপ্রায়-জ্ঞাপন ঃ—

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ।
লীলা সম্বরিবে তুমি,—লয় মোর চিত্তে ॥ ৩১ ॥

প্রভুর অপ্রকটের পূর্ব্বেই স্বীয় লীলাসম্বরণেচ্ছা ঃ—

সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥ ৩২ ॥

কায়মনোবাক্যে গৌর-কৃষ্ণসেবাসুখপর স্বাভিলাষসহ অপ্রকটেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ-বদন ॥ ৩৩ ॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ।
এইমত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ ॥ ৩৪ ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয় ।
এই নিবেদন মোর কর, দয়াময় ॥ ৩৫ ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে ।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতে লাগে ॥" ৩৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের বাঞ্ছা-পূরণ ঃ—

প্রভু কহে,—"হরিদাস, যে তুমি মাগিবে ।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৭ ॥

লীলা-পরিকরের বিচ্ছেদ-স্মরণে প্রভুর অতি মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ বাক্য ঃ—

কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা ।
তোমার যোগ্য নহে,—যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥" ৩৮ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক প্রভুর নিষ্কপট কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

চরণে ধরি' কহে হরিদাস,—"না করিহ 'মায়া' ।
অবশ্য মো-অধমে, প্রভু, কর এই 'দয়া' ॥ ৩৯ ॥

পুনর্দৈন্যোক্তি ঃ—

মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় ।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয় ॥ ৪০ ॥
আমা-হেন যদি এক কীট মরি' গেল ।
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ??৪১॥

ভক্তবৎসল-প্রভুসমীপে হরিদাসের আপনাকে তদ্দাসাভাস-বর্ণন ও স্বাভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে আশাবন্ধ ঃ—

'ভকতবৎসল' তুমি, মুই 'ভক্তাভাস' ।
অবশ্য পূরিবে, প্রভু, মোর এই আশ ॥" ৪২ ॥

প্রভুর প্রস্থান ও পরদিবস প্রভুর আগমন-বিষয়ে আশ্বাসন ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে ।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবেন দরশনে ॥ ৪৩ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ৪৪ ॥

পরদিবস প্রাতে ভক্তগণসহ জগন্নাথদর্শনান্তে হরিদাসকে দর্শনার্থ প্রভুর আগমন ঃ—

প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি' সব ভক্ত লঞা ।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। সেই লীলা—তোমার অন্তর্দ্ধান-লীলা।

অনুভাষ্য

২৫। তোমার অবতার—ভগবদ্ভক্ত ও পার্ষদগণ ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সেবার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

৩০। শ্রাদ্ধপাত্র—বিষ্ণু-স্মৃতিতে—'ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্‌যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ।।'' শৌক্রব্রাহ্মণ-জন্ম-লাভ ঘটিলেও স্মৃতিকথিত পঙ্‌ক্তি-দূষক 'অপসদাখ্য' বিপ্রকে শ্রাদ্ধপাত্র দিবে না। এক্ষেত্রে শুদ্ধ-বিপ্রের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র দৈক্ষবিপ্র হরিদাসকে প্রদত্ত হইয়াছে। ম্লেচ্ছ-কুলোদ্ভূত হইলেও 'হরিজন' বলিয়া তাঁহার অধিকার আছে।

হরিদাসের নির্যাণ-বর্ণন, হরিদাসের ভক্ত ও ভগবানের চরণ-বন্দন ঃ—

হরিদাসের আগে আসি' দিলা দরশন ।
হরিদাস বন্দিলা প্রভুর আর বৈষ্ণব-চরণ ॥ ৪৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের কুশল-জিজ্ঞাসা ; হরিদাসের গোলোকগমনোদ্‌যোগ ঃ—

প্রভু কহে,—"হরিদাস, কহ সমাচার ।"
হরিদাস কহে,—"প্রভু, যে-আজ্ঞা তোমার ॥" ৪৭ ॥

হরিদাস-কুটীর-সম্মুখে ভক্তগণসহ প্রভুর মহাকীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন ।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ৪৮ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ ।
হরিদাসে বেড়ি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৯ ॥

সকলের সম্মুখে প্রভুর মহানন্দে ভক্তহরিদাসের গুণবর্ণন ঃ—

রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, সবার অগ্রেতে ।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥ ৫০ ॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হইলা পঞ্চমুখ ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥ ৫১ ॥

সকল ভক্তের বিস্ময় ও হরিদাসের পদ-বন্দন ঃ—

হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন ।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ ৫২ ॥

নিজ-সম্মুখে প্রভুকে দর্শন ও প্রভুর নাম-কীর্ত্তনমুখে ঠাকুরের নির্যাণ বা উৎক্রান্তি ঃ—

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা ।
নিজ-নেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা ॥ ৫৩ ॥
স্ব-হৃদয়ে আনি' ধরি' প্রভুর চরণ ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ ॥ ৫৪ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু' বলেন বার বার ।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ॥ ৫৫ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ ॥ ৫৬ ॥

সকলের দ্বাপরযুগের ভীষ্মের ইচ্ছা-মৃত্যু-স্মরণ ঃ—

মহাযোগেশ্বর-প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ ।
'ভীষ্মের নির্যাণ' সবার হইল স্মরণ ॥ ৫৭ ॥

মহাকীর্ত্তন-কোলাহল, প্রভুর প্রেমবিহ্বলতা ঃ—

'হরি' 'কৃষ্ণ'-শব্দে সবে করে কোলাহল ।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥

অঙ্কে হরিদাসের অপ্রাকৃত দেহ লইয়া প্রভুর নৃত্য ঃ—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাঞা ।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৯ ॥

সকলের প্রেমাবেশে কীর্ত্তন ও নর্ত্তন ঃ—

প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্বভক্তগণ ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে, করেন কীর্ত্তন ॥ ৬০ ॥
এইমতে নৃত্য প্রভু কৈলা কতক্ষণ ।
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে কৈলা নিবেদন ॥ ৬১ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর কীর্ত্তনমুখে ঠাকুর হরিদাসকে সমুদ্রে আনয়ন ঃ—

হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা ।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৬২ ॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে ।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥ ৬৩ ॥

হরিদাসকে সমুদ্রে স্নপন, তদবধি তৎস্পর্শে সমুদ্রের 'মহাতীর্থত্ব' ঃ—

হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইলা ।
প্রভু কহে,—"সমুদ্র এই 'মহাতীর্থ' হইলা ॥" ৬৪ ॥

ভক্তগণকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত-বপু হরিদাসের পাদোদক-পান ঃ—

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন ॥ ৬৫ ॥

কীর্ত্তনমুখে সমাধি-প্রদান-রীতি ঃ—

ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্ত্র অঙ্গে দিলা ।
বালুকার গর্ত্ত করি' তাহে শোয়াইলা ॥ ৬৬ ॥

ভক্তগণের কীর্ত্তন ও নর্ত্তন ঃ—

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥ ৬৭ ॥

প্রভুর শ্রীহস্তে ঠাকুরকে সমাধিস্থকরণ ঃ—

'হরিবোল' 'হরিবোল' বলেন গৌররায় ।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥ ৬৮ ॥

সমাধিপীঠ নির্ম্মাণ ঃ—

তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা ।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা ॥ ৬৯ ॥

ভক্তগণসহ কীর্ত্তন-নর্ত্তনান্তে সমুদ্রস্নানান্তে সমাধিপীঠ-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্দিরে আগমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু কৈলা কীর্ত্তন, নর্ত্তন ।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। উৎক্রামণ—বাহির, নির্গমন।

৬৬। ডোর—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী পট্টডোরী ; কড়ার—প্রসাদী চন্দন।

অনুভাষ্য

৫৭। ভীষ্মের নির্যাণ—ভাঃ ১।৯।২৯-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে ॥ ৭১ ॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি' আইল সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে ॥ ৭২ ॥

হরিদাসের বিরহ-মহোৎসবার্থ সিংহদ্বারে বিপণিকারের নিকট স্বয়ং প্রভুর প্রসাদ-ভিক্ষা ঃ—

সিংহদ্বারে আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই ॥ ৭৩ ॥
"হরিদাস-ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত' আমারে ॥" ৭৪ ॥

বিপণিকারগণের সমস্ত প্রসাদ দিতে ইচ্ছা ঃ—

শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাঞা।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হঞা ॥ ৭৫ ॥

স্বরূপের তাহাদিগকে নিষেধ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লঞা পসারি পসারে বসিল ॥ ৭৬ ॥

প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া স্বয়ং স্বরূপের মহোৎসব-কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে ঘর পাঠাইলা।
চারি বৈষ্ণব, চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিলা ॥ ৭৭ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
"এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ' মোরে ॥" ৭৮ ॥

প্রচুর প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

এইমতে নানাপ্রসাদ বোঝা বান্ধাঞা।
লঞা আইলা চারি-জনের মস্তকে চড়াঞা ॥ ৭৯ ॥

বাণীনাথ ও কাশীমিশ্রের প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

বাণীনাথ-পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৮০ ॥

বিরহ-মহোৎসবে বৈষ্ণবগণকে প্রভুর শ্রীহস্তে প্রচুর প্রসাদ পরিবেশন ঃ—

সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি ॥ ৮১ ॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ ৮২ ॥

প্রভুকে বিরত করিয়া স্বরূপের ভক্তত্রয়সহ পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রভু, বসি' করহ দর্শন।
আমি ইঁহা-সবা লঞা করি পরিবেশন ॥" ৮৩ ॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের প্রভুর ভোজনাপেক্ষা, প্রভুকে কাশীমিশ্রের প্রসাদ-ভিক্ষা-দান ঃ—

প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুরে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ ৮৫ ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লঞা।
প্রভুরে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া ॥ ৮৬ ॥

সন্ন্যাসিগণসহ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ঃ—

পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা ॥ ৮৭ ॥

সকল ভক্তের আকণ্ঠভোজন-সম্পাদন ঃ—

আকণ্ঠ পূরাঞা সবায় করাইলা ভোজন।
দেহ' দেহ' বলি' প্রভু বলেন বচন ॥ ৮৮ ॥

সকলের আচমনান্তে প্রভুদত্ত মাল্যচন্দন-পরিধান ঃ—

ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন।
সবারে পরাইলা প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ৮৯ ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর ভক্তগণকে বরদান ঃ—

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করেন বর-দান।
শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় মনস্কাম ॥ ৯০ ॥

হরিদাসের বিরহোৎসবে যে কোনপ্রকারে যোগদান-কারীরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বরলাভ ঃ—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥ ৯১ ॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন ॥ ৯২ ॥
অচিরে সবাকার হবে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'।
হরিদাস-দরশনে হয় ঐছে 'শক্তি' ॥ ৯৩ ॥

প্রিয়ভক্তবিরহে ভগবানের বিলাপোক্তি ঃ—

কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। পিছাড়া—পশ্চাদ্‌গামী লোক (মতান্তরে 'ঝুড়ি' বা 'ঝোলা'—৭৯সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৭৮। পুঞ্জা—চারি চারি করিয়া এক ভাগ।

অনুভাষ্য

৭৫। চাঙ্গড়া—বড় ঝুড়ি।

৯১। বিজয়োৎসব—বিরহ-মহোৎসব।

হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে ॥ ৯৫ ॥
ইচ্ছামাত্রে কৈলা নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥ ৯৬ ॥

ঠাকুর হরিদাসের গুণ-বর্ণন ঃ—

হরিদাস আছিল পৃথিবীর 'শিরোমণি'।
তাহা বিনা রত্ন-শূন্যা হইল মেদিনী ॥ ৯৭ ॥

হরিদাসের জয়ধ্বনি ও প্রভুর নৃত্য ঃ—

'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি।"
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ ৯৮ ॥
সবে গায়,—"জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ ॥" ৯৯ ॥

ভক্তগণকে বিদায়দান এবং ভক্তের বিরহ ও বিজয়ৈশ্বর্য্য-দর্শনে হর্ষবিষাদসহ প্রভুর বিশ্রাম ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥ ১০০ ॥

ভক্তশ্রেষ্ঠ নামাচার্য্য হরিদাসের তিরোভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণে কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয় ॥ ১০১ ॥

ভক্তবাঞ্ছা-পূরক ভক্তবৎসল গৌর-ভগবান্ ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ১০২ ॥

গোলোকগমনকালে হরিদাসকে সাক্ষাৎ কৃপা দান ঃ—

শেষকালে দিলা তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি' কৈলা আপনে নর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তাঁরে বালু দিলা।
আপনে প্রসাদ মাগি' মহোৎসব কৈলা ॥ ১০৪ ॥

মহাভাগবত বিদ্বৎসন্ন্যাসী পরমহংসবর ঠাকুর-হরিদাস ঃ—

মহাভাগবত হরিদাস—পরম-বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি' আগে করিলা প্রয়াণ ॥ ১০৫ ॥

চৈতন্যচরিতসিন্ধুর বিন্দুও হৃৎকর্ণরসায়ন ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই—অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু ॥ ১০৬ ॥

মায়া পার হইয়া কৃষ্ণসেবনেচ্ছুর চৈতন্যচরিতশ্রবণ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত্র ॥ ১০৭ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১। হরিদাসের বিজয়—শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে টোটা-গোপীনাথ হইতে সমুদ্রতীরে গেলে সমুদ্রের উপরেই ঠাকুর হরিদাসের সমাধি এখনও বর্ত্তমান। প্রতিবৎসর 'অনন্তচতুর্দ্দশী'-দিবসে ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসব হইয়া থাকে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১০৩-১০৪। হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি-ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক একশত বর্ষপূর্ব্বে শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মূর্ত্তিত্রয়ের সেবা স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রাপাড়ার 'ভ্রমরবর'-নামক জনৈক উৎকলবাসী ভক্তের আনুকূল্যে পুরীর স্বর্গদ্বারে স্থায়ী শ্রীমন্দির গঠিত হয়। এই সেবা—টোটা-গোপীনাথের সেবায়েত গোস্বামি-গণের পর্য্যবেক্ষণাধীন ছিল। এক্ষণে ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া অন্যের হস্তগত হইয়াছে এবং তাঁহারাই সেবা চালাইতেছেন। হরিদাসের সমাধিবাটীর সন্নিহিত-প্রদেশে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বীয় ভজন-স্থান 'ভক্তিকুটী' নির্ম্মাণ করেন। বঙ্গাব্দ ১৩২৯ সালে ঐ ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। ভক্তি-

অনুভাষ্য

রত্নাকরে তৃতীয় তরঙ্গে—"শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা। হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি দেখিলা ।। ভূমিতে পড়িয়া কৈলা প্রণতি বিস্তর। ভাগবতগণ শ্রীসমাধি-সন্নিধানে। শ্রীনিবাসে স্থির কৈলা সস্নেহ-বচনে।। পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া । যে বিলাপ কৈলা, তা শুনিতে দ্রবে হিয়া।।"

১০৫। পরম বিদ্বান্—যাহাদ্বারা অবিদ্যারূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তু বিষ্ণু, অচ্যুত বা অধোক্ষজ-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাই 'বিদ্যা'। হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বোত্তমা কৃষ্ণবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কেননা, তিনি বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনের আচার্য্য ও প্রচারকরূপে অবতীর্ণ ; বিশেষতঃ "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-লক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।" এই (ভাঃ ৭।৫।২০) ভাগবত-বাক্যে কৃষ্ণের নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠাঙ্গ কীর্ত্তনানুশীলনকারীকেই 'সর্ব্বশাস্ত্রাধীতী' বলিয়া জানা যায়।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।